1.6.2 অধিবিদ্যা (Metaphysics)

অধিবিদ্যা হল দর্শনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এই শাখাটির আলোচনা ছাড়া দর্শনের আলোচনা একেবারেই নিরর্থক। বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি জড়বস্তুর দুটি রূপ বিদ্যমান—**বাহ্য বা অবভাসিত রূপ** এবং **বস্তুসত্তা তথা প্রকৃত সত্তা**। বস্তুর বাহ্যরূপ নিয়ে আলোচনা করে বিজ্ঞান। কিন্তু বস্তুর বস্তুসত্তা নিয়ে আলোচনা করে অধিবিদ্যা। বস্তুর বাহ্যরূপের পরিবর্তন থাকলেও তার বস্তুসত্তার কোনো পরিবর্তন নেই। অধিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হল বস্তুর এই **অপরিবর্তনীয় বস্তুসত্তা**। স্বভাবতই দর্শনের আলোচনায় অধিবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা যথেষ্ট।

অধিবিদ্যা (Metaphysics)-শব্দটির বিশ্লেষণ

অধিবিদ্যা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ **Metaphysics**। **Metaphysics** শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন অ্যারিস্টটল। শব্দটির বুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ হল—**Meta + Physics**। **Meta** শব্দটির অর্থ হল **After** বা **পরে**, আর **Physics** শব্দটির অর্থ হল **Natural Science** বা **প্রাকৃতিক বিজ্ঞান**। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তথা Physics বস্তুর বাহ্যরূপ নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু বস্তুর এই বাহ্যরূপের পরও যে তার একটা **প্রকৃত সত্তা** আছে। বস্তুর এই **প্রকৃত সত্তা** নিয়েই আলোচনা করে Metaphysics বা **অধিবিদ্যা**। ধরা যাক, জলপূর্ণ একটি কাঁচের পাত্রে একটি লাঠিকে ডুবিয়ে রাখলে, লাঠিটিকে বাঁকা দেখায়। লাঠিটিকে কেন বাঁকা দেখায়, তার ব্যাখ্যা দেয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তথা পদার্থবিদ্যা, কিন্তু লাঠিটির এরূপ অবভাসিত রূপের বাইরেও যে এক বস্তুসত্তা আছে, তাও অস্বীকার করা যায় না। আর এই বস্তুসত্তার বিষয়টিই আলোচনা ও ব্যাখ্যা করে অধিবিদ্যা।

অধিবিদ্যার সংজ্ঞা

অধিবিদ্যার সংজ্ঞাটিকে যেভাবে উপস্থাপিত করা যায়, তা হল—**দর্শনের যে শাখা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অবভাসিত বাহ্যরূপকে অতিক্রম করে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুসত্তাকে জানতে চায় ও ব্যাখ্যা করতে চায়, তাকেই বলা হয় অধিবিদ্যা**। অধিবিদ্যার এরূপ আলোচনাকেই দর্শনের আলোচনা রূপে গণ্য করা হয়। অধিবিদ্যার এরূপ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, *বিজ্ঞানের যেখানে শেষ, দর্শনের সেখানেই শুরু (Where science ends philosophy begins)*।

অধিবিদ্যার স্বরূপ

অত্যন্ত প্রাচীন কাল থেকেই অধিবিদ্যার আলোচনা দর্শনের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়ে আসছে। আজও অধিবিদ্যার আলোচনা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় দর্শনের **কেন্দ্রবিন্দুতেও** রয়েছে এই অধিবিদ্যা। অধিবিদ্যার স্বরূপের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী বিষয়গুলিকে উল্লেখ করা যায়।

1. **দর্শন ও অধিবিদ্যার অভিন্নতা:** পাশ্চাত্য দর্শনের ক্ষেত্রে প্রাচীন কাল তথা গ্রিক যুগ থেকেই অধিবিদ্যার প্রভাব অপরিসীম। অধিকাংশ গ্রিক দার্শনিকই অধিবিদ্যা ও দর্শনকে অভিন্ন বলে মনে করতেন। মধ্যযুগেও এর সমান প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক কালের বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ অধিবিদ্যার আলোচনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। **প্লেটো, স্পিনোজা, হেগেল, ব্রাড্‌লে, সামুয়েল আলেকজান্ডার** প্রমুখ দার্শনিকগণ অধিবিদ্যা ও দর্শনকে এক ও অভিন্নরূপে উল্লেখ করেছেন।

   পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ অধিবিদ্যার আলোচনাকেই মুখ্য আলোচনারূপে উল্লেখ করেছেন। গ্রিক দার্শনিক **প্লেটো** হলেন এর পথিকৃৎ। তিনি তাঁর ধারণাবাদের মাধ্যমে

Scanned by CamScanner

অবভাসিত জগৎকে (realm of appearance) মিথ্যারূপে উল্লেখ করেছেন এবং একমাত্র ধারণার জগৎকে (realm of ideas) সত্য বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ধারণাগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে অবস্থান করলেও, সেগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলির ওপর প্রতিবিম্বিত হয়। ধারণা ছাড়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলির কোনো অস্তিত্বই নেই। এভাবেই তিনি অধিবিদ্যার স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরবর্তী কালে আধুনিক যুগের বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ, যথা দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ প্রমুখ অধিবিদ্যার ওপর নির্ভর করেই তাঁদের দার্শনিক মতবাদগুলি প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রত্যেকেই তাঁদের দ্রব্যের আলোচনায় ঈশ্বরের ধারণাকে (concept of god) উল্লেখ করে অধিবিদ্যার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই অধিবিদ্যার আলোচনাকেই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আলোচনা রূপে গণ্য করেছেন। তাঁরা তাই দর্শন ও অধিবিদ্যাকে একাসনে বসিয়েছেন।

2. **অধিবিদ্যার অসম্ভবতা:** অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ কিন্তু অধিবিদ্যার ওপর কোনো গুরুত্ব আরোপই করেননি। এই বিষয়টিকে তাঁর সম্পূর্ণরূপেই অবজ্ঞা করেছেন। তাঁরা অধিবিদ্যাকে অসার ও উদ্ভট কল্পনারূপে উল্লেখ করেছেন। এই ধারণার পথিকৃৎ হলেন প্রখ্যাত অভিজ্ঞতাবাদী ব্রিটিশ দার্শনিক ডেভিড হিউম (David Hume)। পরবর্তীকালে হিউমের এরূপ অভিমতকে সমর্থন করেছেন কোঁৎ, রাসেল, ম্যুর, এয়ার, হোয়াইটহেড, হুসার্ল এবং উইট্‌গেনস্টাইন প্রমুখ নব্য অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক। তাঁরা প্রত্যেকেই উল্লেখ করেছেন যে, অধিবিদ্যার বিষয় যেহেতু আমাদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রমাণযোগ্য নয়, সেহেতু অধিবিদ্যার বিষয় হল এক উদ্ভট কল্পনা। সেকারণেই অধিবিদ্যার বিষয়গুলি হল অসার। তাই অধিবিদ্যার কোনো গুরুত্বই নেই। দার্শনিক কান্টও অধিবিদ্যাকে অসম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে, অধিবিদ্যার জ্ঞান আদৌ সম্ভব নয়। অধিবিদ্যা তাই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়রূপে গণ্য।

অবশ্য এ কথা মনে রাখা উচিত যে, হিউম, কান্ট, কোঁৎ, রাসেল, এ. জে. এয়ার, হুসার্ল প্রমুখ দার্শনিক অধিবিদ্যাকে অসার, অসম্ভব ও যুক্তিহীনরূপে উল্লেখ করলেও তাকে উচ্ছেদ করতে পারেননি। তাঁরা অধিবিদ্যাচর্চার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বিভিন্ন রকম যুক্তিপ্রদর্শন করেছেন। তাঁরা অধিবিদ্যাকে যুক্তিবাণে জর্জরিত করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাকে অস্বীকার করতে পারেননি। হিউম অধিবিদ্যক পুস্তকসমূহকে অগ্নিতে আহুতি দেবার কথা বললেও অধিবিদ্যাকে ধ্বংস করতে পারেননি। এই সমস্ত দার্শনিকের আলোচনা ও চর্চা অধিবিদ্যাকে উৎখাত করার পরিবর্তে তাকে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হতে সাহায্য করেছে। অধিবিদ্যার আলোচনা তাই আজও দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রাসঙ্গিক।

অধিবিদ্যার সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক

অধিবিদ্যার সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক কী? এরূপ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পরবিরোধী মত, পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত মতগুলি হল—

1. **অধিবিদ্যা ও দর্শন এক ও অভিন্ন:** অনেকে বলেন যে, অধিবিদ্যা ও দর্শনের উদ্দেশ্য ও আলোচ্য বিষয় এক ও অভিন্ন। তাঁরা দর্শনকে মূলত অধিবিদ্যারূপেই গণ্য করেন। এরূপ প্রবণতা গ্রিক যুগেই দেখা যায়। প্লেটো, অ্যারিস্টট্‌ল তাই অধিবিদ্যা ও দর্শনকে একাসনে বসিয়েছেন।

2. **অধিবিদ্যা ও দর্শন সম্পর্কহীন:** অনেকে দাবি করেন যে, অধিবিদ্যার অস্তিত্ব আদৌ সম্ভব নয়। কারণ অধিবিদ্যার জগৎ হল অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। সুতরাং দর্শনের সঙ্গে অধিবিদ্যার কোনো সম্পর্কই নেই। এই ধরনের মনোভাব দেখা যায় আধুনিক যুগে। আধুনিক যুগের ডেভিড হিউম ও কান্ট এবং তারপরেও যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদী ও অবভাসবাদী দার্শনিকগণ দাবি করেন যে, অধিবিদ্যার অস্তিত্ব আদৌ সম্ভব নয়। অধিবিদ্যার বিষয়টি একটি অসার কল্পনামাত্র। সুতরাং, দর্শনের সঙ্গে অধিবিদ্যার সম্পর্কের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

3. **উভয় মতই বর্জনীয়:** অধিবিদ্যা এবং দর্শনের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে যে দুটি পরস্পরবিরোধী মতের উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়। যাঁরা দর্শন ও অধিবিদ্যাকে এক ও অভিন্ন বলেন, তাঁরা সঠিক বলেন না। কারণ, এরূপ বলার অর্থই হল দর্শনকে অধিবিদ্যার মধ্যে সংকুচিত করা, অংশকে সমগ্র বলে ধরে নেওয়া। অধিবিদ্যা শুধুমাত্র পরাজাগতিক বিষয় নিয়েই আলোচনা করে। কিন্তু দর্শন পরাজাগতিক জগৎ, প্রতিভাসিক জগৎ সমস্ত কিছু নিয়েই আলোচনা করে। অর্থাৎ, দর্শনের আলোচ্য বিষয় অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। সুতরাং অধিবিদ্যাকে দর্শনের একটি শাখা রূপে গণ্য করাই উচিত।

Scanned by CamScanner

আবার উভয়ের সম্পর্ককে অস্বীকার করাও বিপজ্জনক। কারণ, যখনই বলা হয় যে, অধিবিদ্যার জগৎ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, তখনই কিন্তু পরোক্ষভাবে অধিবিদ্যাকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়। অধিবিদ্যার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েই তাকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলা হয়। সুতরাং অধিবিদ্যার অস্তিত্ব অসম্ভব এমনটি যেমন মানা যায় না, তেমনি দর্শনের সঙ্গে তার সম্পর্কটিকেও অস্বীকার করা যায় না। কারণ, দর্শনের আলোচনা হল জীবন ও জগতের এক সামগ্রিক আলোচনা। ফলত জ্ঞানের একটি দিক হিসেবে অধিবিদ্যা কখনোই দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কহীন হতে পারে না বরং এটিকে দর্শনের একটি শাখা রূপেই গণ্য করা সঙ্গত। স্বাভাবিকভাবে তাই দর্শন ও অধিবিদ্যার সম্পর্ককে কখনোই অস্বীকার করা যায় না।

4 **দর্শন ও অধিবিদ্যা একে অপরের পরিপূরক:** দর্শন ও অধিবিদ্যার আলোচনায় দেখা যায় যে, উভয়কে কোনো কোনো সময় এক ও অভিন্ন রূপে উল্লেখ করা হয়েছে, আবার কোনো কোনো সময় ভিন্ন ভিন্ন রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার অনেক সময় অধিবিদ্যাকে দর্শন থেকে বিতাড়িত করে বলা হয়েছে যে, অধিবিদ্যা আদৌ সম্ভব নয়। দর্শক ও অধিবিদ্যার সম্পর্ক বিষয়ে এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গিই কিন্তু একপেশে রূপে গণ্য। সে কারণেই দাবি করা যায় যে, দর্শন ও অধিবিদ্যা যেমন সম্পূর্ণভাবে এক নয়, তেমনি তা আবার সম্পূর্ণভাবে ভিন্নও নয়। অধিবিদ্যা হল দর্শনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা এবং এদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দর্শনের একটি শাখা হিসেবে অধিবিদ্যাকে অবশ্যই দর্শনের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। আবার দর্শনকেও অধিবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল হতে হয় একারণেই যে দর্শন জীবন ও জগতের সামগ্রিক আলোচনা করতে চায়। আর সামগ্রিক আলোচনার জন্য প্রয়োজন হল তত্ত্বের আলোচনা, যা করে থাকে অধিবিদ্যা। সুতরাং বলা যায় যে, দর্শন ও অধিবিদ্যা যেমন এক ও অভিন্ন নয়, তেমনি তারা আবার পরস্পর বিরুদ্ধও নয়, তারা হল সম্পূর্ণভাবে একে অপরের পরিপূরক।

Scanned by CamScanner